সংবাদ

তারিখ 2 8 FEB 2014

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ জরুরি

ব্রজেন্দ্র কুমার দাস

গত ২৬ জানুয়ারি দৈনিক সংবাদ-এর সম্পাদকীয়র শিরোনামটি হলো- 'শিশুদের দাঁড় করিয়ে রেখে সংবর্ধনা এই বর্বর সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।' এখানে 'সংস্কৃতি' শব্দটির আগে বর্বর শব্দটি আমার কাছে খানিকটা বেমানানই লাগল। সংস্কৃতির বাংলা প্রতিশব্দ জানতে 'প্রমিত বাংলা বানান অভিধান' খুলে দেখা গেল সেখানে বাংলা কোন প্রতিশব্দ নেই, লিখা আছে 'Culture'। সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' খুলে দেখা গেল সেখানে 'সংস্কৃতি' শব্দের অর্থ হলো- সংস্কার, উন্নয়ন (সমাজ সংস্কৃতি), অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতিনীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ কৃষ্টি (ভারতীয় সংস্কৃতি, বঙ্গ সংস্কৃতি) ইত্যাদি। অর্থাৎ সংস্কৃতি একটি রুচিশীল, মার্জিত, সভ্য সমাজের প্রতিমধুর এবং সভ্য চেতনায় ঋদ্ধ একটি শব্দ। আমাদের গ্রাম বাংলায় রাখাল মাঠে গরু চড়ায়। রাখাল মাঠে মাঠে গরু চড়াতে চড়াতে বাঁশি বাজায়। বাঁশির সুরে মাঠ মাতায়। এটা অবশ্যই আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ বিশেষ। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা যায় যে, ওই রাখাল ছেলেদের সমবয়সী অনেকে পকেট মারে। ওই পকেটমারার বিষয়টি কোন অবস্থাতেই আমাদের সংস্কৃতি হতে পারে না। এটা বলা কখনো বাঞ্ছনীয় হবে না যে- 'পকেটমারা সংস্কৃতি'। তাই 'সংস্কৃতি'র আগে 'বর্বর' শব্দের পরে- 'আচার-আচরণ' অর্থাৎ বর্বর আচার-আচরণ বললে ভালো হবে বলেই- আমি মনে করি। তবে শব্দ চয়ন নিয়ে কোন কুতর্কে অবতীর্ণ হওয়া আমার এ লেখার অভিপ্রায় নয়।

তবে এত সত্য যে, আমার লেখার উদ্দেশ্য সঠিক-বেঠিক শব্দ চয়ন নিয়ে নয়। উদ্দেশ্য শিশুদের দাঁড় করিয়ে রেখে আমলা-মন্ত্রী-এমপি মহোদয়দের সংবর্ধনা দেয়া প্রসঙ্গে। এটাকে কোন বর্বর বা ভদ্র সংস্কৃতি কখনো বলা যায় না। বলা যায় কুপ্রথা। এ প্রথাকে চলতে দেয়া যায় না। ঔপনিবেশিক চিন্তা-চেতনা-ধ্যান-ধারণার ফসলই এ কুপ্রথা। কোমলমতি শিশুদের রোদ-বৃষ্টি-ঠাণ্ডা-গরমের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে। এটা এদেশে কোন নতুন ঘটনা নয়। বহু দিন ধরেই চলে আসছে এ প্রথা। পুরনো প্রথা হলেই যে ভালো হবে, তা মানতে হবে তাতো কোন কথা নয়। যা ক্ষতিকারক তাতো অবশ্যই বর্জনীয়। মন্ত্রী-এমপি আসলে তাদের সংবর্ধনা দেয়ার কথা তো ভোটার-সমর্থকদের। কই, তারা তো আসেন না। যারা ভোটারই হলো না সেই শিশু কিশোরদের আসতে কেন বাধ্য করা হয় তা- সহজেই বোধগম্য। কেউ কাউকে খুশি করার জন্য অন্য কাউকে অকারণে ব্যবহার করা কখনো কাম্য হতে পারে না। আর যারা সংবর্ধনা নেন তাদের ও তো অজানা নয় তারা সংবর্ধনা দিচ্ছেন। তাই জেনেশুনে অনৈতিক কাজকে উৎসাহিত করার মধ্যে কোন আত্মতৃপ্তি থাকা কখনো কারও কাছেই কাম্য হতে পারে না। আর সংবর্ধনা গ্রহণকারীর তো এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় স্কুলের শিশুকিশোর কিশোরীরা নিজের ইচ্ছায় না অন্যের ইচ্ছায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে 'ওভেচ্ছা-স্বাগতম' দিচ্ছে। বুঝেও না বোঝার ভান করলে তো কারও কিছু করার নেই।

আর সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এটা ওধু বুঝে নয় অনুভব করতে পেরেই এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এ জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যাতে শিক্ষার্থীদের আর ব্যবহার করা না হয় সেজন্য কিন্তু বড়ই দুঃখজনক হলেও সত্য ঘটনাটি হলো- এরপরও অনেকেই তথাকথিত সংবর্ধনা প্রাপ্তির লোভ সংবরণ করতে পারছেন না। ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষমতার দাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সেই পুরনো কায়দায় ব্যবহার করা হচ্ছেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা কেউ আমলেই নিচ্ছেন না। নিজের নির্দেশই অনেকে নিজেই মানছেন না। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়- দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার ২০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৫ জানুয়ারি শনিবার ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, দিনাজপুর ৫ আসনের সংসদ সদস্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানকে সংবর্ধনা দেবেন এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এখন প্রশ্ন হলো- প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কি তারই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত নন? মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের সংবর্ধনায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার সম্বন্ধে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় তো অনেক নির্দেশনা দিয়েছেন। টিভিতে তা দেশবাসী তথা সারা বিশ্ববাসী দেখেছেও শুনেছেন। এমনি ঘটনা ঘটেছে ২৪ জানুয়ারি রাজশাহীর বাঘায়। সেখানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমকে স্বাগত জানাতে গিয়ে কয়েকশ শিক্ষার্থী দুপুরে না খেয়ে রাস্তায় অপেক্ষমাণ অবস্থায় ছিল। গত ২৩ জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া ও ফরিদপুর শহরেও সহস্রাধিক স্কুল শিক্ষার্থীকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্পষ্ট নির্দেশনা অমান্য করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংবর্ধনার নামে এক ধরনের অসভ্য আচার-আচরণ বা কুপ্রথার অমানবিক দৃশ্য অহরহ দৃশ্যমান হচ্ছেই। অতীতেও দেখা গেছে, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় স্কুল বা কলেজ ছাত্রছাত্রীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সংবর্ধনা নিতে। অতীতে ঘটেছে বলে বর্তমানেও এমন ঘটনা ঘটাতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। অতীতের যে কোন খারাপ নজির তো অবশ্যই বর্জনীয় হতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অমান্য করে তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানেও একদিন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করবে। আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গায়ের জোরে অমান্য করে তাহলে আইন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পালন করতে অনীহা প্রকাশ করবে।

দেশে এমনি অবস্থার সৃষ্টি হলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়হীনতার সৃষ্টি হতে বাধ্য। দলে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলার। এমনি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সরকার, রাষ্ট্র বা দেশের জন্য শুভ নয়। দেশের জনগণের জন্যও ক্ষতিকর। দেশের সরকার এবং সরকারি দলের ভাবমূর্তির জন্য তো প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ। তবে আমাদের মতো দেশে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, এমপি দলের বিভিন্ন পর্যায়ের, নেতা, ছাত্রনেতা যে যা-ই করুক না কেন সব কিছুর দায়ভার এসে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর ওপরই। জনগণ ওইসব মন্ত্রী-এমপি- নেতাকে তেমন আমলে নেন না; হাবাব চান প্রধানমন্ত্রীর কাছেই। অন্তত ভোটের দিন তো প্রধানমন্ত্রী বা দলীয় সভাপতিকে স্মরণ করতেই হয়। তখন ওইসব সংবর্ধনা গ্রহণকারীরা একান্ত নীরবে সটকে পড়ে। এই ক'বছর ধরে এই বাংলাদেশে জনগণ হাসিনা-খালেদার কাছেই মরণ চেয়ে আসছেন। ফলাফল তো সবারই জানা। সপ্তমে লোহা ভাসে লোহা ডুবে।

'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয়র শেষে লেখা হয়- 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই কোন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা সংসদ সদস্য তাদের কথাকথিত সংবর্ধনা গ্রহণের জন্য স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে না রাখতে পারেন'। খুবই ভালো কথা। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিশ্চিত করার ক্ষমতা আছে কিনা সেটাও তো ভাবতে হবে। কার কথা কে শুনে! শুনলে কি একই দল এবং সরকারের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা নির্দেশনা অমান্য করে সংবর্ধনার নামে এমন কুপ্রথা চালিয়ে যেতেন! তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় নয় সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার স্বার্থে এ নিশ্চিত করার কঠিন কাজটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেই করতে হবে।

[লেখক : মুক্তিযোদ্ধা কলামিস্ট
সাবেক ব্যাংকার]